বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণ চর্চায় দুই পথিকৃৎ : সুকুমার সেন ও মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

স্বরূপ দে

অনুচিন্তন

বিংশ শতাব্দীর দুই খ্যাতনামা ভাষাবিদ ও ভাষাতাত্ত্বিক হলেন সুকুমার সেন এবং মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। দুজনেই বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণ চর্চায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। দুজনেই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে ভাষাতত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছেন। সুকুমার সেন বাংলা ভাষা ছাড়াও বৈদিক, ধ্রুপদী সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত,প্রাচীন পারসিক প্রভৃতি ভাষাতেও নিজেকে সমানভাবে মেলে ধরেছেন। তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের চর্চায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। বাংলা ভাষা বিষয়ক তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল , 'ভাষার ইতিবৃত্ত', 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য' ইত্যাদি। এছাড়া তিনি বাংলা ভাষার চর্চা ইংরেজি ভাষাতেও করেছেন। যেমন-'Women's Dialect in Bengali'। অন্যদিকে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলা ভাষা ছাড়াও অন্য অনেক ভাষা যেমন ইংরেজি, উর্দু, ফারসি প্রভৃতি ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। ভাষাবিজ্ঞানের তুলনামূলক ধারা ছিল তাঁর সবচেয়ে পছন্দের বিষয়। লিখেছেন বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণ বিষয়ক নানা গ্রন্থ। যেমন -'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত', 'মাগধী প্রাকৃত ও বাংলা', 'ভাষা ও সাহিত্য', 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ', 'ব্যাকরণ পরিচয়', ইত্যাদি।সুকুমার সেন ও মুহম্মদ শহীদুল্লাহ দুজনেই বাংলা ভাষা চর্চার জন্য পেয়েছেনে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার।

সূচক শব্দ : সুকুমার সেন, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ভাষা, ব্যাকরণ, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব, Women's Dialect।

বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণ চর্চায় যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম দুজন অগ্রণী হলেন সুকুমার সেন (১৯০০ খ্রি.-১৯৯২ খ্রি.) ও মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫ খ্রি. - ১৯৬৯ খ্রি.)। দুজনেই ভাষাবিদ। দুজনেই বাংলা ভাষা ছাড়াও অন্য অনেক ভাষাতেই পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন। উভয়েই বাংলা ভাষাকে বিশ্বের দরবারে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বাংলা ভাষাবিজ্ঞানের চর্চাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করে তাকে আধুনিকতা প্রাপ্ত করেছেন এই দুই ভাষাপণ্ডিত। পূর্ববঙ্গীয় বাংলা বা পশ্চিমবঙ্গীয় বাংলা নয়, অখণ্ড বাংলা ভাষার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছে তাঁদের হাতে। তাই এই প্রসঙ্গে আজহারউদ্দীন খান এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> "যেমন আমরা বাংলায় হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীস্টান এক মিশ্রিত জাতি, আমাদের বাংলা ভাষাও এক মিশ্রিত ভাষা।----- একদল যেমন বাংলাকে সংস্কৃত-ঘেষা করতে চেয়েছে, তেমনি আর একদল বাংলাকে আরবী-ফারসী-ঘেষা করতে উদ্যত হয়েছে। একদল চাচ্ছে খাঁটি বাংলাকে বলি দিতে, আর একদল চাচ্ছে 'জবে' করতে। একদিকে কামারের খাঁড়া, আর একদিকে কসাইয়ের ছুরি। নদীর গতিপথ যেমন নির্দেশ করে দেওয়া যায় না, ভাষাও তেমনি."[১]

ড. সুকুমার সেন জন্মগ্রহণ করেন ১৬ জানুয়ারি ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে, কলকাতার গোয়াবাগানে। তিনি বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণচর্চার পাশাপাশি বৈদিক সংস্কৃত, ধ্রুপদী সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত প্রভৃতি ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। একাধিক ভাষায় সুপণ্ডিত সুকুমার সেন ভাষাতত্ত্বের আলোচনাই শুধু নয়, পুরাণতত্ত্ব ও সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনাতেও সমধিক খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৯০ খ্রি.- ১৯৭৭ খ্রি.) যোগ্য ছাত্র। যে ভাষাবিজ্ঞান চর্চা নব-নির্মাণে, নব-রূপায়ণে গড়ে উঠেছিল সুনীতিকুমারের হাতে, তাকেই প্রস্ফুটিত রূপে শাখা-প্রশাখায় বর্দ্ধিত করেছিলেন সুকুমার সেন। ১৯২১ সালে সংস্কৃত কলেজ থেকে সংস্কৃতে স্নাতক ও ১৯২৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে' স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তখন থেকেই ভাষাতত্ত্বের প্রতি তার গভীর মনোযোগ লক্ষ্য করা যায়। ১৯২৪ সালে 'Syntax of Old and Middle

সহকারী অধ্যাপক, হিজলি কলেজ, খড়্গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর

Indo-Aryan Language' বিষয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করে 'প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ' বৃত্তি পান। ১৯৩৬ সালে লাভ করেন পি- এইচ. ডি. ডিগ্রি (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)। মৌলিক গবেষণার সুবাদে এই সময় তিনি 'গ্রিফিথ মেমোরিয়াল' পুরস্কার ও আশুতোষ মুখুজ্জে মেডেল পান। তাঁর পি-এইচ. ডি. এর বিষয় ছিল - ' Historical Syntax of Middle and New Indo-Aryan'। ১৯৩০ সালে সুকুমার সেন যোগ দেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার পদে এবং ১৯৫৪ খ্রি. , ১৯৬৪ খ্রি. পর্যন্ত খয়রা অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন।এরই মাঝে ১৯৫২ খ্রি. ভাষাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। বাংলা বিভাগ ছাড়াও ইংরেজি ও সংস্কৃত বিভাগ তার দ্বারা সমৃদ্ধ হয়। ড. রামেশ্বর শ এ প্রসঙ্গে বলেছেন :

> "সুনীতিকুমারের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য যেমন নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস , সমাজবিদ্যা, ভাষা ও সাহিত্য প্রভৃতি বহু বিষয়ে ব্যাপ্তি , সুকুমার সেনের মনীষার বৈশিষ্ট্য তেমনি নিজস্ব বিষয়ে গভীরতা ও তন্ময়তা।"[২]

সুকুমার সেন বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণচর্চায় বহু গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব ও তথ্য আবিষ্কার করেছেন। ভাষাতত্ত্বের চর্চায় নিরলসভাবে বহু বিষয়ের অবতারণা করেছেন। একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক। বাংলা বিষয়ক গ্রন্থের পাশাপাশি একাধিক ইংরেজি গ্রন্থও রচনা করেছেন। প্রথমে তার ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক ইংরেজি গ্রন্থের পরিচয় তুলে ধরা যাক।

১। 'The Use of cases in the Vedic Prose' (1929)

২। 'An Outline Syntax of Middle Indo-Aryan' (১৯৪০)

৩। 'Old Persina Inscription' (১৯৪১)

৪। 'A Comparetive Grammar of Middle Indo-Aryan' (১৯৫০)

৫। 'History and Pre-history of Sanskrit' (১৯৫৮)

৬ । 'A History of Brajabuli Literature'

৭। 'Women's Dialect in Bengali'

'The Use of cases in Vedic Prose' গ্রন্থটি সুকুমার সেনের প্রথম জীবনের রচনা। তখন তাঁর বয়স মাত্র উনত্রিশ বছর। এই গ্রন্থে তিনি বৈদিক ভাষার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। তবে মূল বিষয় হিসেবে কারক ও কারকের ব্যবহার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। এরইসঙ্গে বাক্য, বাক্যতত্ত্ব বিষয়টিও প্রাধান্য পেয়েছে।

'An outline syntax of Middle Indo-Aryan' গ্রন্থটিতে মধ্যভারতীয় আর্যভাষার বিবরণ উঠে এসেছে। এরই সঙ্গে পালি ও প্রাকৃত ভাষার গঠন, নিয়ম, শ্রেণিবিন্যাস ব্যাখ্যাত হয়েছে। তারই পাশাপাশি পালি, প্রাকৃত ভাষার বাক্য নির্মাণের বিধিবদ্ধ রূপ ও কৌশল বর্ণিত হয়েছে।

১৯৫৮ খ্রি. সুকুমার সেন আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'Histroy and Pre-history of Sanskrit' রচনা করেন। গ্রন্থটি প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার পাশাপাশি সংস্কৃত ভাষার ইতিহাস, সংস্কৃত ভাষার জন্মকাহিনি, সংস্কৃত ভাষার প্রাগৈতিহাসিক রূপের গঠন ইত্যাদি বিষয় আলোচিত।

এর পূর্বে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে প্রাচীন পারসিক ও পার্সি ভাষার উপর আরেকটি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটির নাম 'Old Persian Inscription'।

নারীদের ভাষাকে অবলম্বন করেও একটি গ্রন্থ রচনা করেন সুকুমার সেন। গ্রন্থটির নাম দেন 'Women's dialect in Bengali'। গ্রন্থটিতে মেয়েলি ভাষা, লিঙ্গ অনুসারে নারী ভাষার প্রভেদ তুলে ধরার পাশাপাশি নারীভাষা তথা মেয়েদের ভাষার ধ্বনিগত, রূপগত, শব্দার্থগত, বাক্যগত, ছন্দগত রূপ তথা বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছেন।

সংস্কৃত ভাষা, পার্সি ভাষার গঠন বৈশিষ্ট্য একদিকে যেমন সুকুমার সেন তুলে ধরেছেন তেমনি অপরদিকে ব্রজবুলি ভাষা নিয়েও চর্চা করেছেন। লিখেছেন ব্রজবুলি সাহিত্যের ইতিহাসমূলক গ্রন্থ 'A History of Braja buli Literature'। এই ইংরেজি গ্রন্থগুলি ছাড়াও একটি অভিধান গ্রন্থও রচনা করেছেন তিনি। যার নাম, 'An Etymological Dictionary of Bengali' অভিধানগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের উৎপত্তি থেকে শুরু করে পরিবর্তিত রূপ সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে অভিধানটিতে।

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'The Origin and Development of the Bengali Language' (O.D.B.L.) গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে। এটি ছিল ইংরেজি ভাষায় লেখা বাংলা ভাষার ব্যাকরণ গ্রন্থ। এর অনেকটা পরে ড. সুকুমার সেন বাংলা ভাষায় লেখা বাংলা ভাষার ব্যাকরণ গ্রন্থ লিখলেন 'ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৩৯ খ্রি.) নামে। ফলতঃ ইংরেজি ভাষায় বিভিন্ন ভাষা ও ভাষার ব্যাকরণ চর্চার পাশাপাশি সুকুমার সেন বাংলা ভাষাতেও বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণের বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য বাংলা ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থগুলি হল নিম্নরূপ:

১) 'ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৩৯ খ্রি.)

২) 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য' (১৯৩৪ খ্রি.)

৩) 'বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা' (১৯৩১ খ্রি.)

'ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থটি বাংলা ভাষার একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাকরণ গ্রন্থ। এটি বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম ঐতিহাসিক ব্যাকরণ। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে, আবার কোথাও কোথাও বর্ণনামূলক আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এই গ্রন্থে সুকুমার সেন বাংলা ভাষার চর্চা করেছেন। বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ থেকে শুরু করে আধুনিক ভারতীয় বিভিন্ন ভাষার পরিচয়, ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব এখানে রয়েছে। একদিকে ভাষা, উপভাষা, ধ্বনির পরিচয় যেমন রয়েছে, তেমনি অপরদিকে ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য ভাষাবংশের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা, মধ্যভারতীয় আর্যভাষা, প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা ও নব্যভারতীয় আর্যভাষার বিভিন্ন দিকের সন্ধান রয়েছে। আবার স্বনিম থেকে শুরু করে শব্দগঠন, বাক্যতত্ত্ব সম-পরিসরে উঠে এসেছে। যেখানে সুকুমার সেন আধুনিক বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের মানদন্ড ব্যবহার করেছেন। 'ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থটি আঠেরোটি অধ্যায় ও পরিশিষ্ট অংশে বিভক্ত হয়ে বিন্যস্ত হয়েছে।

নিম্নে তাঁর বিবরণ তুলে ধরা হল।

১) প্রথম অধ্যায় : এই অধ্যায়ে ভাষা, উপভাষা, মিশ্র-ভাষা, অপভাষা, ইতর শব্দ, খণ্ডিত শব্দ, অপার্থ ভাষা ইত্যাদি প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। তারই সঙ্গে কৃত্রিম ভাষা, সংকেত ভাষা ও লিপির কথাও সমপরিসরে উঠে এসেছে।

২) দ্বিতীয় অধ্যায় : ধ্বনি পরিবর্তন কি, ধ্বনিপরিবর্তনের কারণ এই অধ্যায়ের মুখ্য বিষয়।

৩) তৃতীয় অধ্যায় : ব্যাকরণের প্রাথমিক পরিচয় অর্থাৎ ব্যাকরণের প্রকার ও বিভিন্ন শাখার কথা, ধ্বনিবিজ্ঞান, ধ্বনিবিচার, বর্ণ

ও বর্ণমালার বিবরণ, স্বরধ্বনি, ব্যঞ্জনধ্বনি, ঝোঁক, অক্ষর, মাত্রা, সুর, দীর্ঘীভবন ইত্যাদির আলোচনা রয়েছে।

৪) চতুর্থ অধ্যায় : চতুর্থ অধ্যায়ে ধ্বনি পরিবর্তনের প্রকৃতি তুলে ধরার পাশাপাশি শব্দদ্বৈত, ধ্বন্যাত্মক শব্দ, ধ্বনির ভাবদ্যোতকতা, নিরঙ্কুশ শব্দ সৃষ্টি, বাক্য শব্দ ইত্যাদি প্রসঙ্গ উঠে এসেছে।

৫) পঞ্চম অধ্যায় : শব্দের অর্থচাঞ্চল্য থেকে শুরু করে বাক্যাংশের অর্থসংহতি, আবার শব্দার্থ, অলংকার থেকে শুরু করে সুভাষণরীতি ও শব্দার্থ পরিবর্তনের ধারা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত ও আলোচিত হয়েছে।

৬) ষষ্ঠ অধ্যায় : এই অধ্যায়ে ভাষার শ্রেণিবিভাগ, বিবিধ ভাষাবংশের পরিচয়, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের প্রাথমিক পরিচয়, অপশ্রুতি, ধ্বনি-সংস্থান, পদ ও শব্দগঠন ইত্যাদি রয়েছে।

৭) সপ্তম অধ্যায় : ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের বিভিন্ন শাখা যেমন কেলতিক, ইতালিক, জার্মানিক, গ্রীক, ইন্দো-ইরানীয়, বালতো-স্লাবিক ও দরদীয় উপশাখার বিবরণ রয়েছে এই অধ্যায়ে।

৮) অষ্টম অধ্যায় : এই অধ্যায়ে ড. সুকুমার সেন ভারতীয় আর্যভাষার বিবরণ দিয়েছেন। ভারতীয় আর্যভাষার স্তরভেদ থেকে শুরু করে, প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা, মধ্যভারতীয় আর্যভাষা ও নব্যভারতীয় আর্যভাষার লক্ষণকে ব্যক্ত করেছেন। একইসঙ্গে বৈদিক ভাষা ও সংস্কৃত ভাষার আলোচনা করেছেন।

৯) নবম অধ্যায় : মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এখানে রয়েছে। পালি, প্রাকৃত ভাষা ও তার প্রকারভেদ, অপভ্রংশ ও অবহট্‌ঠ স্তরের বিবরণ রয়েছে।

১০) দশম অধ্যায় : দশম অধ্যায়ে নব্য ভারতীয় আর্যভাষার লক্ষণ, বর্গীকরণ এর পাশাপাশি অস্ট্রিক ভাষা, চীনীয় ভাষার বিবরণ রয়েছে।

১১) একাদশ অধ্যায় : এই অধ্যায়ে একদিকে যেমন বাংলা ভাষার লক্ষণ ও স্তর বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে তেমনি অপরদিকে প্রাচীন বাংলা, মধ্য বাংলা ও নব্য বাংলার লক্ষণ, সাধু-চলিতের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গও ব্যক্ত হয়েছে।

১২) দ্বাদশ অধ্যায় : বাংলা শব্দভাণ্ডারের বিস্তারিত পরিচয় এই অধ্যায়ে রয়েছে। তৎসম, তদ্ভব, মিশ্রশব্দ, আগন্তুক শব্দ, নবগঠিত শব্দ, প্রতিবেশী শব্দের পরিচয় এখানে মেলে।

১৩) এয়োদশ অধ্যায় : বাংলা ধ্বনিবিচার থেকে ধ্বনি পরিবর্তনের বিভিন্ন সূত্র এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। শ্রুতিধ্বনি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, স্বরসঙ্গতি, স্বরধ্বনির অনুনাসিকতা, অক্ষর পরিবৃত্তি, ব্যঞ্জনধ্বনির দীর্ঘত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে।

১৪) চতুর্দশ অধ্যায় : এই অধ্যায়ে রূপতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন সুকুমার সেন। যেখানে পদপরিচয়, লিঙ্গ, বচন থেকে শুরু করে কারক বিভক্তি, শব্দরূপ, ধাতুরূপ, ক্রিয়াপদ, নামধাতু, যৌগিক ক্রিয়া, ভাব্য, বাচ্য ইত্যাদি প্রসঙ্গ উঠে এসেছে।

১৫) পঞ্চদশ অধ্যায় : প্রত্যয় সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে এই অধ্যায়ে। একদিকে শব্দগঠনের বিবিধ উপায় কৃৎ প্রত্যয়, তদ্ধিত প্রত্যয় যেমন আলোচিত হয়েছে তেমনি, উপসর্গীয় প্রত্যয় ও সমাসও সমপরিসরে উঠে এসেছে।

১৬) ষোড়শ অধ্যায় : এই অধ্যায়ে প্রাচীন বাংলা, মধ্য বাংলা ও নব্য বাংলার পদবিধির গুরুত্ব লক্ষণ আলোচিত হয়েছে।

১৭) সপ্তদশ অধ্যায় : সপ্তদশ অধ্যায়ে বিভিন্ন ছন্দের পরিচয় রয়েছে। একদিকে বৈদিকছন্দ, সংস্কৃত ছন্দ, প্রাচীন বাঙ্গালা ছন্দ, পালিওপ্রাকৃত অপভ্রংশ ছন্দের পরিচয় যেমন রয়েছে তেমনি, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দ, মধ্য-বাংলা ছন্দ ও আধুনিক বাংলা ছন্দেরও বিবরণ মেলে।

১৮) অষ্টাদশ অধ্যায় : এই অধ্যায়ে ব্রজবুলি ভাষার ধ্বনিবিচার, রূপ-প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা রয়েছে।

এছাড়াও 'ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে একটি পরিশিষ্ট অংশ যোগ করেছেন সুকুমার সেন। সেখানে চলিত ভাষার ব্যাকরণ কাঠামো নিয়ে আলোচনা করেছেন। ধ্বনি প্রকরণ, পদ প্রকরণ থেকে শুরু করে শব্দগঠন প্রকরণ, বাক্যে পদবিন্যাস, পদবিধি ইত্যাদি বিষয় উঠে এসেছে। ড. সুকুমার সেন 'ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে বাংলা ভাষার বিভিন্ন ব্যাকরণিক অংশ তুলে ধরার সাথে সাথে বাংলা শব্দ-বিদ্যা অধয়ন করার জন্য বিভিন্ন গ্রন্থ ব্যবহার করার পরামর্শও দিয়েছেন। ভূমিকা অংশে সুকুমার সেন গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন এইভাবে :

"The Origin and Development of the Bengali Language

Suniti Kumar Chatterji– Second Edition London– 1970

Indo-Aryan– Jules Bloch (English translation

By Alfred Masters) Paris 1965

Comparetive Grammar of Middle Indo-Aryan

Sukumar Sen– Linguistic Society of India Pune 1960

Proto New-Indo-Aryan

Subhadra Kumar Sen– Eastern Publishers– Calcutta– 1973"[৩]

'ভাষার ইতিবৃত্ত' ছাড়াও 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য' (১৯৩৪) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন সুকুমার সেন। যেখানে তিনি ভাষা বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে বাংলা গদ্যরীতির ক্রমবিকাশ ও বিশ্লেষণ করেছেন। ভাষাবিজ্ঞানের অন্যতম বিষয় যে শৈলী, যা সাহিত্যের সঙ্গেও সম্পর্কিত, এই গ্রন্থে সেই শৈলী সম্পর্কেও গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি রেখেছেন। সাহিত্য সর্বদাই ভাষাকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে। তাই সাহিত্য থেকে ভাষাকে বাদ দেওয়া যায় না। তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা' তেও ভাষার বিভিন্ন দিকের চিত্র নজরে আসে। ভাষাতত্ত্ব ছাড়াও সুকুমার সেন বাংলা সাহিত্যের উপর বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন। যার সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গিক। সেই সকল গ্রন্থগুলি হল , 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (৫টি খণ্ড), 'বাংলা স্থাননাম', 'রামকথার প্রাক্ , ইতিহাস', 'ভারতকথার গ্রন্থিমোচন', 'বঙ্গভূমিকা', ইসলামি বাংলা সাহিত্য', 'কলিকাতার কাহিনী', 'ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি', 'চর্যাগীতি পদাবলী', 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', 'চণ্ডীমঙ্গল' ইত্যাদি।

বাংলা ভাষাতত্ত্ব ও ব্যাকরণ চর্চার একজন উল্লেখযোগ্য খ্যাতনামা জ্ঞানতাপস ও সাহিত্যবিশারদ্ ছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (জুলাই, ১৮৮৫ খ্রি. , জুলাই ১৯৬৯ খ্রি.)। তিনি ছিলেন বহু ভাষাবিদ। বাংলা ছাড়াও উর্দু, ফরাসি, ইংরেজি, ওড়িয়া, মৈথিলী, হিন্দী, পাঞ্জাবি, গুজরাটি, মারাঠী, কাশ্মীরি, নেপালি, সিন্ধি, পালি, সংস্কৃত সহ মোট ১৮টি ভাষার উপর তার দক্ষতা ও পাণ্ডিত্য ছিল।[৪] তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও দার্শনিকও। বাংলা ভাষা আন্দোলনের তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের

রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে প্রতিষ্ঠিত করার পশ্চাতে যে কয়েকজন মনীষীর অবদান তুলনারহিত ছিল, তার মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। অবিভক্ত চব্বিশ পরগণা জেলার হাড়োয়াতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হয়েছিলেন সংস্কৃতে স্নাতক। ১৯১২ সালে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে লাভ করেছিলেন স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে পারী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গবেষণা করে পেয়েছিলেন ডি. লিট. ডিগ্রী। গবেষণার বিষয় ছিল কাহ্নপাদ ও সরহপাদের মরমীয়া সাধনগীতি। একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লাভ করেছিলেন ধ্বনিবিজ্ঞানে ডিপ্লোমাও। এর পরবর্তীতে কর্মজীবনে ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের প্রথম অধ্যক্ষ ও কলা বিভাগের ডিন রূপে কর্মরত ছিলেন।

বহু ভাষাবিদ্ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ভাষা আন্দোলনের পাশাপাশি ভাষা পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও রেখেছিলেন অনবদ্য কৃতিত্ব। বাংলা ভাষার উন্নতি সাধনের জন্য তিনি বহু পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। বিংশ শতাব্দীতে ভাষাবিজ্ঞানের ধারাকে নতুন পথে তরান্বিত করেছিলেন তিনি। 'তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে' ছিল তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। ভাষার ঐতিহাসিক পূর্নমূল্যায়নেও তিনি কৌতূহলী ছিলেন। তাই তিনি ছিলেন ভাষাবিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি সম্পন্ন ব্যক্তি। কলকাতা থেকে লণ্ডন, ঢাকা থেকে পারী বিশ্ববিদ্যালয় তার অবাধ যাতায়াত ছিল। যেখানে তিনি তার ভাষাচর্চা করেছেন। বিদেশে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভাষাবিদের সাহচর্য পেয়েছেন তিনি। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আঁতোয়ান, জ্যুল ব্লক, রঙ্কোনু প্রমুখ।

খুব অল্প বয়স থেকেই ভাষা সম্পর্কে কৌতূহলী ছিলেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করার পর ভাষা সম্পর্কে গবেষণাকে আরও বিস্তারিত করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক থাকাকালীনই অনেক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ রচনা করেন। 'জার্নাল অব দি ডিপার্টমেন্ট অব লেটারস' এ (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Journal)

তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি হল নিম্নরূপ :

১) 'Outline of an Historical Grammar of the Bengali Language' (১৯২০ খ্রি.)

২) 'মাগধী প্রাকৃত ও বাংলা'

৩) 'Indian Loan words in Arabic'.

৪) 'Etymologies of Khubha– √Lagh– √Cagh– √Gevaya and Laghulo in the Inscription of Asoka'.[৫]

শহীদুল্লাহ ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সর্বদাই সংযুক্ত ছিলেন। কখনো 'মুসলিম বঙ্গীয় সমিতির' সম্পাদক আবার কখনো 'পূর্ব পাকিস্থান সাহিত্য সম্মেলনের' সভাপতি আবার কখনোবা 'উর্দু অভিধান প্রকল্পে'র সম্পাদক নিযুক্ত ছিলেন। ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক একাধিক গ্রন্থ তিনি লিখেছেন। নিম্নে তা তুলে ধরা হল :

১) 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৬৫ খ্রি.)

২) 'ভাষা ও সাহিত্য' (১৯৩১ খ্রি.)

৩) 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' (১৯৩৫ খ্রি.)

৪) 'আমাদের সমস্যা' (১৯৪৯ খ্রি.)

৫) 'বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ'

৬) 'ব্যাকরণ পরিচয়'

উপরিউক্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে বাংলা ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক সবেচেয় মৌলিক ও পরিচিত গ্রন্থ হল 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত'। এই গ্রন্থ রচনায় শহীদুল্লাহ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থের দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত হয়েছেন। তারই সঙ্গে জ্যুল ব্লক ও পিশেলের গ্রন্থ থেকেও উপাদান সংগ্রহ করেছেন। একথা শহীদুল্লাহ গ্রন্থের ভূমিকা অংশে স্বীকার করেছেন :

> "সুহৃদবর ভাষাবিজ্ঞানবিদ্ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কীর্তিস্তম্ভ The Origin of development of Bengali Language আমাকে গবেষণা ক্ষেত্রে অনেকে সাহায্য করিয়াছে। .... প্রাক্তন অধ্যাপক যুল ব্লক এবং পিশেলের পুস্তকদ্বয় হইতে সাহায্য পাইয়াছি।"[৬]

'বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থটি তেরোটি পরিচ্ছেদ ও একটি পরিশিষ্ট অংশে বিন্যস্ত। বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ থেকে শুরু করে বাংলা ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, উপভাষা প্রভৃতি বিষয় গ্রন্থটিতে চর্চিত হয়েছে। নিম্নে গ্রন্থটির বিভিন্ন অধ্যায় সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

১) প্রথম পরিচ্ছেদ : এই অধ্যায়ে ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষা থেকে বাংলা পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরগুলির বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে।

২) দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : এই অধ্যায়ে বাংলা ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে আলোকপাত রয়েছে। তারই সঙ্গে সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলা, গৌড় প্রাকৃতের সঙ্গে বাংলা, মাগধী প্রাকৃতের সঙ্গে বাংলার ও নব্য ভারতীয় আর্যভাষার সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক নিরূপিত হয়েছে। শহীদুল্লাহ বলেছেন, মাগধী প্রাকৃত থেকে নয় গৌড়ী প্রাকৃত থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে। তাই শহীদুল্লাহ বলেছেন :

> "এক্ষণে প্রশ্ন হইবে কোন প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি। এ স্থলে বলিয়া রাখা কর্তব্য ..... সুবিধার অনুরোধে ইহাকে আমরা গোড়ী প্রাকৃত বলিতে পারি।"[৭]

এই অধ্যায়ে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা, মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা ও নব্য ভারতীয় আর্যভাষার পরিচয়ও তুলে ধরেছেন শহীদুল্লাহ।

৩) তৃতীয় পরিচ্ছেদ : নব্য ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচ্য শাখা সম্পর্কে এই অধ্যায় আলোচিত।

৪) চতুর্থ পরিচ্ছেদ : এই অধ্যায়ে প্রাচীন বাংলা থেকে আধুনিক বাংলা পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের আলোচনা রয়েছে।

৫) পঞ্চম পরিচ্ছেদ : বাংলা ভাষায় অনার্য প্রভাব থেকে শুরু করে বাংলা ভাষায় মুন্ডা প্রভাব প্রভৃতি আলোচনা রয়েছে এখানে।

৬) ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : বাংলা ভাষার উপর বৈদেশিক প্রভাব কতখানি তার বিশ্লেষণ রয়েছে এখানে।

৭) সপ্তম পরিচ্ছেদ : সপ্তম পরিচ্ছেদে শহীদুল্লাহ বাংলার বিভিন্ন উপভাষা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। শহীদুল্লাহ ম্যাক্সমূলারের উদ্ধৃতি তুলে ধরে বলেছেন : "ম্যাক্সমূলার বলিয়াছেন "The real and natural life of language is in its dialects" ভাষার প্রকৃত এবং স্বাভাবিক জীবন তাহার উপভাষাগুলিতে।"[৮]

৮) অষ্টম পরিচ্ছেদ : এই অধ্যায়ে রয়েছে বাংলার ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনা।

৯) নবম পরিচ্ছেদ : এই পরিচ্ছেদে শব্দের ব্যুতপত্তি সংক্রান্ত আলোচনা রয়েছে।

১০) দশম পরিচ্ছেদ : স্বরাঘাত সম্পর্কিত আলোচনা রয়েছে এই পরিচ্ছেদে।

১১) একাদশ পরিচ্ছেদ : প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার স্বরধ্বনির বাংলায় কি বিবর্তন হয়েছে তা তুলে ধরা হয়েছে।

১২) দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : প্রাচীন ভারতীয় ব্যঞ্জনধ্বনির বাংলায় কি বিবর্তন হয়েছে তা তুলে ধরা হয়েছে।

১৩) ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : এই অধ্যায়ে একদিকে যেমন কারক, বিভক্তির ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে তেমনি অপরদিকে ধাতু, ক্রিয়া, বাচ্য, প্রত্যয়, লিঙ্গের পরিচয় আছে।

পরিশিষ্ট অংশ : এই অংশে মূল আর্যভাষার বিবরণের পাশাপাশি, বিভিন্ন ইন্দো , ইউরোপীয় ভাষার তালিকা তুলে ধরা হয়েছে।

'বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ' গ্রন্থটিতে বাংলা ব্যাকরণের বিভিন্ন দিককে তুলে ধরা হয়েছে। একইসঙ্গে সংস্কৃত ও খাঁটি বাংলার উপাদান লিপিবদ্ধ হয়েছে। 'বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ' ছাড়াও শহীদুল্লাহের বিভিন্ন গ্রন্থে বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণের বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল , 'ভাষা ও সাহিত্য', 'আমাদের সমস্যা', 'ব্যাকরণ পরিচয়', 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' ইত্যাদি।

বিভিন্ন গ্রন্থে বাংলা ভাষা চর্চার পাশাপাশি শহীদুল্লাহ বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমেও বাংলা ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্বের পরিচয় রেখেছেন। নিম্নরূপে তা তুলে ধরা হল :

১) 'বাংলা অক্ষর'

২) 'আমাদের পরিভাষার সমস্যা'

৩) 'বাংলা লিপি ও বানান সংস্কার'

৪) 'বাংলা ভাষার বানান সংস্কার'

৫) 'বাংলা ভাষার অনুজ্ঞা' (সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ১৩৩১, ৩য় সংখ্যা)

৬) 'বাংলা ও তাহার সহোদরা ভাষা' (মাসিক মোহাম্মদী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১)

৭) 'বাংলা ভাষার জাতি' (ইমরোজ, পৌষ-মাঘ, ১৩৫৮)

৮) 'বাংলা ও উর্দু' (মাহেনও, ভাদ্র, ১৩৬১)

৯) 'প্রাকৃত ও বাংলা' (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৬৩ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা ১৩৬১)

১০) 'বাংলা ভাষায় পারসীর প্রভাব' (সাহিত্য পত্রিকা, ১৩৫৫)

১১) 'বাঙ্গালা ভাষার ধ্বনি ও সংস্কার' (বাংলা একাডেমী পত্রিকা, পৌষ-চৈত্র ১৩৬৪)[৯]

শুধু তাই নয়, মুহম্মদ শহীদুল্লাহের সম্পাদনায় একটি অভিধানও প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালে। অভিধানটির নাম 'পূর্ব পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান'। এছাড়াও 'বাংলাদেশ আঞ্চলিক ভাষার অভিধান', এর ভূমিকা লেখেন শহীদুল্লাহ। বাংলা ভাষায় লেখা ভাষাগ্রন্থের পাশাপাশি একাধিক ইংরেজি গ্রন্থও লেখেন তিনি। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, 'Scientific study of the Sanskrit Language'– 'The Philosophy of Posto Language', 'Urdu and Bengali', 'The Origin of Sinhalish Language', 'The Sumarians and the Urdu Language', 'The Indo Aryan Parent Spech', 'The Language of the North-West forntiers of Pakistan', 'The common Origin of Urdu and Bengali', 'The Verena Country of Avesta', 'Maghadi Prakrita and Bengali', 'Munda affinities of Bengali'। এই সব গ্রন্থের মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন ভাষার পরিচয় তুলে ধরেছেন শহীদুল্লাহ। উর্দু, পাশতো ভাষার পাশাপাশি শ্রীলঙ্কার সিংহলী ভাষার বিবরণও রয়েছে।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ একজন ধর্মপ্রাণ মুসলিম নাগরিক ছিলেন। অবিভক্ত ভারতের জন্ম-অধিবাসী ছিলেন তিনি। তিনি মনে প্রাণে ছিলেন খাঁটি বাঙালি। জাতিসত্তা সম্পর্কে তাঁর মূল্যবান বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

"আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তাঁর চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি।"[১০]

মানবদরদী শহীদুল্লাহ, ভাষা, সাহিত্য ও ব্যাকরণেঅগাধ পাণ্ডিত্য বিস্তার করেছিলেন। ধর্মীয় ভেদাভেদের উপরে মানুষকে স্থান দিয়েছিলেন। রচনা করেছিলেন একাধিক হিন্দুধর্ম সমন্বিত গ্রন্থও। যেমন, 'ভারত কথ্ব ও বিশ্বামিত্র', 'গীতা ও শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব' ইত্যাদি।

ড. সুকুমার সেন ও মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ছিলেন অপরাজেয় ভাষাশিল্পী ও ভাষাপণ্ডিত। জীবনের শেষ লগ্ন পর্যন্ত তাঁরা ভাষা নিয়ে চর্চা করেছেন। যে বাংলা ভাষা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথের হাতে পরিপুষ্টতা পেয়েছিল, সেই ভাষা ও ব্যাকরণ চর্চাকে আন্তর্জাতিক করে তুলেছিলেন এই দুইজন মনীষী। সাহিত্য ও ভাষাচর্চার সাফল্য হেতু একাধিক পুরস্কারেও সম্মানিত হয়েছেন সুকুমার সেন ও মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। ১৯৬৪ সালে 'রবীন্দ্র পুরস্কার' থেকে শুরু করে এশিয়াটিক সোসাইটির 'যদুনাথ সরকার পদক', 'আনন্দ পুরস্কার' থেকে শুরু করে 'রবীন্দ্র তত্ত্বাচার্য' উপাধি পেয়েছেন সুকুমার সেন। মুহম্মদ শহীদুল্লাহও পেয়েছেন 'প্রাইড অফ পারফরম্যান্স' পদক ও মরণোত্তর 'হিলাল ই ইমতিয়াজ' খেতাব। পেয়েছেন ফ্রান্স সরকারের সম্মানজনক পুরস্কার 'Night of the Order of Arts and Letter's'। ঢাকা সংস্কৃত পরিষদ তাকে 'বিদ্যাবাচস্পতি' উপাধিতে ভূষিত করেছে।

বাংলা ভাষাতত্ত্বের চর্চায় আচার্য ত্রয়ী হিসেবে পরিচিত পেয়েছেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও সুকুমার সেন। ঐতিহাসিক ব্যাকরণ থেকে শুরু করে তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান, প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকে নব্যভারতীয় আর্যভাষার চর্চা ও প্রসারে দুজনেই ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তারই সঙ্গে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কেও ছিল তাঁদের কৌতূহলী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। ড. সেনের 'ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থটি তারই পরিচায়ক। তবে এ বিষয়ে শহীদুল্লাহ বলেছেন :

> "বর্ণনামূলক ব্যাকরণের সঙ্গে বর্ণনামূলক ভাষা বিশ্লেষণের (Descriptive Linguistic) পার্থক্য জানা আবশ্যক। বর্ণনামূলক ব্যাকরণ ও ঐতিহাসিক ব্যাকরণের সম্পর্ক সম্পূর্ণ এড়ানো হয় না কিন্তু বর্ণনামূলক ভাষা বিশ্লেষণের সে ভাষার অতীত ইতিহাস লইয়া কোনরূপ আলোচনা থাকে না, এখানে শুধু ব্যবহারিক দিক দিয়াই ভাষার গঠনরীতি বিশ্লেষণ করা হয়।"[১১]

শহীদুল্লাহ ও সুকুমার সেনের ভাষা চর্চার দ্বারা অনেকেই প্রভাবিত হয়েছেন পরবর্তীকালে যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, ড. মুহম্মদ আব্দুল হাই থেকে শুরু করে মুনীর চৌধুরি, রফিকুল ইসলাম থেকে পরেশচন্দ্র মজুমদার, আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, মনিরুজ্জমান, রামেশ্বর শ, হুমায়ূন আজাদ প্রমুখ ভাষাবিদ। তাই সাহিত্যবিদ্যার সাধক থেকে ভাষাতাত্ত্বিক চিন্তা চেতনার প্রসার, জ্ঞানচর্চার ব্যাপকতা ও গভীরতা থেকে উৎকর্ষতার পরিচয়ে এই দুই বাঙালি মনীষী যে চিরকাল বাঙালি মননে বিরাজ করবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

তথ্যসূত্র:

১) খান, আজহারউদ্দীন : বাংলা সাহিত্যে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, জিজ্ঞাসা ১৯৫৮, কলকাতা, পৃ. ১৪৫ - ১৪৬

২) শ, রামেশ্বর : সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, পুস্তক বিপণি, তৃতীয় সংস্করণ ১৪০৩ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ. ১৭৪

৩) সেন, সুকুমার : ভূমিকা, ভাষার ইতিবৃত্ত, আনন্দ পাবলিশার্স, আগস্ট ২০১৮, কলকাতা, পৃ. ৭

৪) মুহম্মদ, জাফর আলি : ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর কৃতিত্ব ভোলার মতো নয়, প্রথম আলো, জানুয়ারি, ২০২১

৫) বিশ্বাস, সুখেন : ভাষাবিজ্ঞান তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ : মে, ২০১১, কলকাতা, পৃ. ১২৪

৬) শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ : ভূমিকা অংশ, বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত, মাওলা ব্রাদার্স, প্রথম মাওলা ব্রাদার্স সংস্করণ, জুলাই, ১৯৯৮, ঢাকা, পৃ. ২

৭) মুহম্মদ, শহীদুল্লাহ : বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত, তদেব, পৃ. ৩০

৮) মুহম্মদ, শহীদুল্লাহ : বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত, তদেব, পৃ. ৬২

৯) মুহম্মদ, শহীদুল্লাহ : বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত, তদেব, পৃ. ১৬৩

১০) মুহম্মদ, শহীদুল্লাহ : ভাষা আন্দোলনে ভূমিকা (bm.m..wikipedia.org)

১১) ভট্টাচার্য, পরেশচন্দ্র : ভাষাবিদ্যা পরিচয়, জয়দুর্গা লাইব্রেরি, আগস্ট ২০০৯, কলকাতা, পৃ. ২৪৩

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

১) সেন, সুকুমার : ভাষার ইতিবৃত্ত, আনন্দ পাবলিশার্স, আগস্ট ২০১৮, কলকাতা

২) শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ : বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত, মাওলা ব্রাদার্স, জুলাই ১৯৯৮, ঢাকা

৩) মোরশেদ, আবুল কালাম মনজুর : আধুনিক ভাষাতত্ত্ব, নয়া উদ্যোগ, ২০০৭, কলকাতা

৪) হক, মহাম্মদ দানীউল : ভাষাবিজ্ঞানের কথা, মাওলা ব্রাদার্স, ডিসেম্বর ২০০২, ঢাকা

৫) Chatterji– Suniti Kumar - The Origin And Development of the Bengali language– Calcutta Univerity Press– 1926– Kolkata.

৬) শ, রমেশ্বর : সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, পুস্তক বিপণি, ১৪০৩, কলকাতা

৭) ভট্টাচার্য, সুভাষ : ভাষাকোশ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১৪, কলকাতা

৮) সেন, সুকুমার : বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩১ কলকাতা

৯) সেন, সুকুমার : বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, রঞ্জন প্রকাশালয়, ১৩৪১, কলকাতা